মূল শব্দাবলীঃ
চরিত্র
সমাজ
অনুপ্রেরণা
সহযোগিতা
ভাল

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

27 September 2024 / 23 Rabiul Awal 1446H

সামাজিক জীবনে সুন্নাহ পালনের ফলাফল

الحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِينَ، الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ، صَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمَيْنِ مُتَلَازِمَيْنِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ، أُوصِي نَفْسِي وَإِيَّاكُم بِتَقوَى اللهِ، فَقَد فَازَ المُتَّقُونَ.

মহান আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত মুসুল্লীগণ,

অন্তরে তাকওয়া ধারণ করুন এবং মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সম্পর্কে সজাগ থাকুন। আমাদের নবী করিম (সঃ) এর চরিত্র এবং তাঁর আদব-কায়দা অনুকরণ করে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তালার প্রতি বিশ্বাস বাড়িয়ে তুলুন । এগুলিকেই বলে সুন্নাহ যা আমাদেরকে ইহকাল ও পরকালে সাফল্য অর্জনের পথনির্দেশিকা ও প্রেরণা হিসাবে কাজ করে।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আমাদের নবী করিম (সঃ) এর জীবন এবং ব্যাক্তিত্ব নিয়েই এবার আমাদের খুতবার আলোচনা করব ।

একটি উন্নত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে নবী করিম (সঃ) এর দেখানো পথনির্দেশিকাগুলি এই খুতবার মাধ্যমে আমি আপনাদের সকলের সামনে তুলে ধরে আমরা মাওলোদুররাসুল মাসটির সমাপ্তি ঘোষণা করব।

সম্মানিত সুধী,

আমাদের নবী করিম (সঃ) কেবলমাত্র একজন নবী বা আল্লাহ প্রেরিত রাসুল ছিলেন না তিনি একজন পরিবার এবং সমাজের প্রধানও ছিলেন। এসবের বাইরে একজন ধার্মিক নির্দেশক হিসাবে তাঁর একটি বড় প্রভাব ছিল। তিনি ছিলেন একজন একতার প্রতীক, অসাধারণ চরিত্র ও সহানুভূতির অধিকারী এবং একজন সুবিচারের প্রবক্তা। তিনি উদাহরণ হয়ে উঠেছিলেন একটি সত্যনিষ্ঠ জীবনে যা অন্যের পরিচর্যা ও অন্যের সেবায় পরিপূর্ণ ছিল। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কোরানের সুরা আল আম্বিয়ার ১০৭ নম্বর আয়াতে যাকে ব্যাখ্যা করেছেন রহমত হিসাবে;

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

অর্থঃ *আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।*

আর এই রহমত কেবলমাত্র কোন একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা জাতির মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ করেন নি। বরং এই রহমত তিনি প্রদান করেছেন সমগ্র বিশ্বে সৃষ্টিকর্তার সকল সৃষ্টির জন্য।

সম্মানিত সুধী,

একটি ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপনে ভাল কাজে সকলের সহযোগিতা এবং একত্রে কাজ করার গুরুত্বর কথা বলতেন। রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর সেই বানীর কথা মনে করিয়ে দিতে চাই যেখানে তিনি বলতেন,

" যার যতটুকু উদ্বৃত্ত আছে তাকে তা দিয়ে দিতে দাও যার নাই তাকে"। (ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত

হাদীস)

রাসুলুল্লাহ (সঃ) সবসময় বলতেন, সমাজের সদস্য হিসাবে আমাদের একে অপরকে সর্বদা সাহায্য করা ও ভাল কাজে অনুপ্রেরণা দেয়া দরকার। একটি সার্থক সমাজ গঠনে প্রয়োজন সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা যেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেককে সাহায্য করে। একটি উন্নত সমাজ গঠনে সমাজের প্রতিটি সদস্যের একটি কার্যকরী ভূমিকা থাকে। সকলে মিলে কাজ করাতে এবং নিজের ক্ষমতা সকলে একে অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেয়াতে আমরা একটি সহনশীল ও সহানুভূতিশীল সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হই। আমাদের প্রতিটি ইতিবাচক কর্ম পদক্ষেপ এমন একটি সমাজ গঠন করতে পারবে যা আমাদের মূল্যবোধ ও উচ্চাশাগুলিকে তুলে ধরতে পারবে যা কি-না হবে ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

এরই আলোকে আমাদের নিজেদেরকে আমরা আমাদের বিশ্বাসে অবিচল থেকে ; এই প্রশ্নগুলি করতে পারি কখন আমরা সর্বশেষ আমাদের চারপাশের কারো জন্য ভালো কাজ করেছি? আর যদি আমরা এই কাজটি সত্যি করে থাকি তবে আমাদেরকে পরবর্তীতে এই প্রশ্নটি করতে পারি, আমরা কি আমাদের পরিবারের বা আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কাউকে এই ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছি? আর যদি আমাদের উত্তরটি হয় হ্যাঁ, তবে আলহামদুলিল্লাহ! আমরা তাহলে রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর সুন্নাহ মতে সহযোগিতার স্পৃহা দেখিয়েছি।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আজকের খুতবার বিষয় “ সামাজিক জীবনে সুন্নাহ পালনের ফলাফল’’ এর আলোকে আপনারা অনুমতি দিলে তিনটি পথ নির্দেশিকা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই,

প্রথমতঃ রাসুলুল্লাহ (সাঁঃ) এর জীবনই হবে আমাদের জীবনের প্রধান পথ নির্দেশিকা। আমরা যেন ভাল উদাহরণগুলি তুলে ধরতে পারি। আমাদের ব্যবহার যেন প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরতে পারি। কারণ

বস্তুতঃ আমাদের চরিত্র এবং আচরণের মাধ্যমেই আমরা অন্যকে ভাল কাজে আমন্ত্রণ জানানোর সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।.

আমরা যখন আমাদের নীতিতে দৃঢ় ও অবিচল থাকি তখন জাতি, বয়স ও ধর্ম নির্বিশেষে আমাদের উচিত নম্র, বিবেচনাবোধসম্পন্ন ও ধৈর্যশীল থাকা। রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর উম্মত হিসাবে আমাদের উচিত সকলের নিকট ইতিবাচক প্রেরণার উদাহরণ হিসাবে নিজেকে তুলে ধরা। সামাজিক সম্পর্কগুলিতে অন্যদেরকে কখনই ছোট চোখে দেখা বা অন্যকে হেয় করার নেতিবাচক আচরণ করা উচিত না বিশেষ করে বিশ্বাসীদের জন্য।

আবু মুসা আল আশারীর (রাঃ) নামে আমাদের নবী করিম (সঃ) এর এক সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে নবী করিম (সঃ) তাঁর সাহাবীগণকে যখন মিশনে পাঠাতেন তখন তিনি প্রায়শই এরকম উপদেশ দিতেন, “ “সবাইকে শুভ সংবাদ দাও এবং কাউকে ধর্ম থেকে দূরে ঠেলে দিও না। সব কাজ সহজ করে কর এবং কোন কাজ কঠিন করে ফেলো না”। (ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিস)

দ্বিতীয়তঃ পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহযোগিতার চর্চা করা উচিত। মুসলমান হিসাবে আমরা সামাজিক মূল্যবোধকে উন্নীত করার সম্মুখ সারিতে অবস্থান করছি যা কিনা রাসুলুল্লাহ (সা:) এর সুন্নাহর সাথে সঙ্গতি পূর্ণ। .

রাসুলুল্লাহ (সঃ) অন্যের জন্য সর্বদা চিন্তিত থাকতেন বলে সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। যুবাবয়সে তিনি নিপীড়িত ও যারা ভুল কাজ করত তাঁদেরকে সুরক্ষা করার কাজে প্রচেষ্ট ছিলেন। নবী করিম (সঃ) সর্বদা সকলকে মনে করিয়ে দিতেন যে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তালার দৃষ্টিতে পৃথিবীর সকল মানুষ সমান কেবলমাত্র ধার্মিকেরা ছাড়া।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

সর্বশেষে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর উম্মত হিসাবে আমাদের ভূমিকাকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি শব্দ

যা আমরা উচ্চারণ করি বা প্রতিটি কাজ যা আমরা করি তা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের শিক্ষা আমরা কত ভালভাবে গ্রহণ করতে বা আমাদের জীবনে প্রতিফলিত করতে পেরেছি তারই প্রকাশ ঘটায়। তাহলে, আসুন, অত্যন্ত নম্রতা এবং আত্ম-সচেতনতা সম্পর্কে সজাগ হয়ে আমরা যেন সকলে একত্রে কাজ করে একটি সুন্দর সমাজব্যবস্থা গঠন করতে পারি যা কি-না প্রকৃতপক্ষে ইসলামের শিক্ষারই একটি প্রতিফলন।

একজন মুসলমান কেবলমাত্র তাঁর ধর্মীয় আচারাদি সম্পন্ন করেন না। তিনি সমাজের কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন না । প্রকৃতপক্ষে তিনি সকলের জন্য উদাহরণ বা অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেন। তিনি সমাজের সকলের মঙ্গলের জন্য অবদান রাখেন বিশেষ করে যারা দারিদ্রতার শিকলে আবদ্ধে থাকেন , তাদেরকে নৈতিক, মনস্তাত্বিক বা আর্থিক সহায়তা দান করে। আশা করা যায়, এই সমস্ত প্রচেষ্টা আধুনিক জীবনের বোঝা লাঘবে সাহায্য করবে।

আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত উপস্থিত সুধী,

সবশেষে, আমি রবিউল আউয়াল মাসের খুতবা শেষ করব একটি হাদিস দিয়ে যার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রতি রাসুলুল্লাহর ভালবাসা ও করুণা প্রকাশিত হয়েছে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে হিব্বান। সায়্যিদিনা আয়েশা (রা:) একদিন নবীকরিমকে এই দু'য়াটি পড়তে শুনেছিলেন: "ইয়া আল্লাহ, আপনি আয়েশার অতীতের ও ভবিষ্যতের সকল পাপ ক্ষমা করে দিন, যা সে প্রকাশ্যে বা গোপনে করেছে, এবং বড় পাপ এবং ছোট পাপ।" এই প্রার্থনা শুনে সায়্যিদিনা আয়েশা রা: খুবই খুশী হন। তা দেখে নবী করিম বলেন, "ও আয়েশা, তুমি কি আমার এই প্রার্থনা শুনে খুশি হয়েছ? জেনে রাখ, আমার প্রতিটি ইবাদতে ইহাই উম্মাহর জন্য আমার প্রার্থনা"।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ

الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا اْلمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلاَمَ وَالأَمْنَ وَالأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.